যুগান্তর

তারিখ 30 SEP 2012
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে শিক্ষক সংকট চরমে

আফজল খান, *সিলেট থেকে*

সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট শিক্ষক স্বল্পতাসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। উপাধ্যক্ষসহ দীর্ঘদিন ধরে বেশ কয়েকজন শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষাকার্যক্রম। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয়হীনতা, যুগোপযোগী যন্ত্রপাতির অভাব, যানবাহন সমস্যা, আসন সংকট ও বহিরাগতদের উৎপাতসহ সীমাহীন সমস্যা এ প্রতিষ্ঠানে। দীর্ঘদিন থেকে এসব সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। অর্ধশতাধিক বছর পুরনো এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৮টি অনুষদের মধ্যে ৭টিতে আসন বাড়ানো হয়নি দীর্ঘ ৪২ বছরেও। যদিও আসন সংখ্যা বাড়ানোর দাবি দীর্ঘদিনের। শুধু ব্যতিক্রম সিভিল অনুষদের বেলায়। এ অনুষদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৯৬টিতে উন্নীত করা হয় ২০০০ সালে। এদিকে চাহিদার তুলনায় আসন সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় স্থানীয় শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। বর্তমানে ননটেক, সিভিল, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, ইলেক্ট্রিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স ইলেক্ট্রোমেডিক্যাল টেকনোলজিসহ মোট ৮টি ডিপার্টমেন্টে আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। এর মধ্যে হাতেগোনা ২০-২৫ জন ছাত্রী রয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ছাত্রীদের জন্য মাত্র ২০ সিটের একটি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়। অযত্ন আর অবহেলায় ওই হোস্টেলটিও এখন অনেকটা পরিত্যক্ত। ষাটের দশকে স্থাপিত হয় এ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। নগরীর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সুরমা নদীর দক্ষিণ পাড়ে খোজারখলা ও বরইকান্দি মৌজার মধ্যবর্তী স্থানে ২০ একর ৩৪ শতক ভূমির ওপর স্থাপিত হয় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। এ প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে উপাধ্যক্ষসহ ২২ জন শিক্ষকের পদশূন্য। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৭৮টি পদের মধ্যে শূন্য ৩৫টি। গত ৩ বছর ধরে উপাধ্যক্ষের পদটি শূন্য। ডেপুটেশনে একজন উপাধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। গত বছরের ১৭ নভেম্বর তিনি চলে যাওয়ার পর থেকে আবার শূন্যতা পেয়ে বসেছে এ প্রতিষ্ঠানকে। মেকানিক্যাল, পাওয়ারসহ ৪টি অনুষদে চিফ ইন্সট্রাক্টর নেই। শিক্ষকদের পদের মধ্যে সিভিল চারজন, মেকানিক্যাল চারজন, ইলেক্ট্রিক্যাল তিনজন, আনুষঙ্গিক তিনজন ও পলি প্রজেক্টে দুটি পদ শূন্য রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৭২টি পদের মধ্যে ৩২টি পদই শূন্য। এ ছাড়া রেজিস্ট্রার, প্রধান সহকারী, স্টোর কিপার, সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার, অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক ২ জন, হিসাব সহকারী ২ জন, ল্যাব সহকারী ২ জন, ড্রাইভার ২ জন, ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টি/আর) ৭ জন, ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) ৮ জন, ক্যাশ সরকার, বুক সর্টারও এমএল এসএস ৪ জনের পদ শূন্য রয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষাকার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উপাধ্যক্ষ নেই, শিক্ষক নেই, ডেমনেস্ট্রেটর নেই, ব্যবহারিক ক্লাস হয় না ও লিস্টন, গ্রাইন্ডার, বয়লারের অভাব এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নেই বললেই চলে। দীর্ঘদিন ধরে লেদ মেশিন, শেকার মেশিন ও পাওয়ার সাপ্লাই জেনারেটর নষ্ট। পর্যাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী না থাকায় অফিসিয়াল কাজকর্মেও বিঘ্ন ঘটছে। ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের উৎপাত, মাতলামি ও অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগও রয়েছে। ক্যাম্পাসের ভেতর দিয়ে যাওয়া রেললাইনের পাশের জায়গা দখল করে ঝুপড়ি ঘর তৈরি করেছে একদল ভবঘুরে। এসব ঝুপড়ি ঘরে হেরোইন গাঁজা ও নেশাদ্রব্য বিক্রয়সহ অসামাজিক কার্যকলাপ চলে। এতে ক্যাম্পাসের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, ঝুপড়ি ঘরগুলো উচ্ছেদের জন্য রেল কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার সহায়তা চেয়েও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। সরেজমিন দেখা গেছে, একাডেমিক ভবনের সামনে একটি বিশাল পুকুর। বহিরাগত নারী-পুরুষ দলবেঁধে পুকুরে গোসল করছেন। সুযোগ পেলে টয়লেটের কাজটাও এখানেই সেরে নেন কেউ কেউ। দুটি ছাত্রাবাসের মধ্যে প্রতিভা ছাত্রাবাসে ৮০টি ও সুরমা ছাত্রাবাসে ২৮০টি আসন রয়েছে। অথচ এ দুটি ছাত্রাবাসে গাদাগাদি করে এখন থাকছেন চার শতাধিক ছাত্র। তাছাড়া আড়াই সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর জন্য পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী সুশান্ত কুমার বসু যুগান্তরকে বলেন, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করি অচিরেই শূন্য পদগুলো পূরণ করা হবে। ঝুপড়ি দোকানে অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি বলেন, দফায় দফায় স্থানীয় প্রশাসন ও রেল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি। কিন্তু তারা সহযোগিতা করছে না। তিনি জানান, ১৩ অক্টোবর নতুন শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হবে।

অর্ধশতাধিক বছর-পুরনো এ প্রতিষ্ঠানের ৮টি অনুষদের মধ্যে ৭টিতে আসন বাড়ানো হয়নি দীর্ঘ ৪২ বছরেও